অরুন্ধতী।

বা

বন্দী-বরাঙ্গনা।

সংগীত-রূপক

শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত

প্রণীত।

"সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে।"

মৃচ্ছকটিক।

কলিকাতা

সুচারু যন্ত্র;—৩৩৬ চিৎপুর রোড্।

শ্রীদ্বারকানাথ রায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

১২৮৪

ARUNDHATI,

OR

THE FAIR CAPTIVE.

A MELO-DRAMA IN FOUR ACTS,

BY

RAJ KRISHNA DATTA.

"Post nubila jubila."

CALCUTTA:

PRINTED AND PUBLISHED BY DWARKA NATH ROY, AT THE
SUCHARU PRESS, 336 CHITPUR ROAD.
1877.

উপহার।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ, উদারচেতাঃ,

বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র

মহোদয়ের

শ্রীকর-কমলে

এই অরুন্ধতী গীতি-কাব্য

মৎকর্ত্তৃক যত্নপূর্ব্বক

সমর্পিত হইল।

গ্রন্থকার।

“ ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ। ”

এই গ্রন্থকার উল্লিখিত প্রবাদ বাক্যানুসারে গদ্য পদ্য রচনা বিষয়ে ক্রমশই বিজ্ঞতা লাভ করিতেছেন। ইহাঁর পূর্ব্বরচিত দ্রৌপদীহরণ নাটক পাঠে আমার চিত্ত যেরূপ প্রফুল্ল ও মোহিত হইয়াছিল, এই অরুন্ধতী পাঠে তাহা অপেক্ষা বহু পরিমাণে প্রফুল্ল ও মোহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল গীতি-নাট্য উৎকৃষ্ট বলিয়া অভিনীত হইতেছে, এই অরুন্ধতী সে সমুদায় অপেক্ষা কোন অংশেই হীনপ্রভ বলিয়া বোধ হয় না। বরং কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার গানগুলি বিশেষ মাধুর্য্য ও কবিত্ব-পূর্ণ বোধ হয়, এবং মধ্যে মধ্যে রচনারও বিলক্ষণ মধুরতা অনুভূত হয়। আর ইহার কোন স্থলেই অশ্লীলতার গন্ধমাত্রও নাই। অতএব এই গীতি-নাট্য যে সর্ব্বতোভাবে অভিনয়ের উপযুক্ত হইয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ফলতঃ, এই গ্রন্থকার নাটক রচনা বিষয়ে অতি শীঘ্রই যে রূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, বোধ হয়, আর কিছু দিন এ বিষয়ে অনুরক্ত থাকিলে, ইনি এক জন প্রধান নাট্যকার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীদ্বারকানাথ রায়।

সুচারু যন্ত্র।
৩৩৬ চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
২৯এ বৈশাখ, ১২৮৪।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

ভীম সিংহ	আজমীঢ়-পতি।
মেদিনী রায়	মারবারের বন্দী রাজা।
কুমার সিংহ	ভীম সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র।
প্রতাপ রায়	মেদিনী রায়ের পুত্র।
ভূদেব	ভীম সিংহের মন্ত্রী।
কদ্রপাল	কারাগারের অধ্যক্ষ।

ভৃত্য, প্রহরী ও সৈনিকদ্বয়।

স্ত্রীগণ।

অরুন্ধতী	মেদিনী রায়ের বন্দী কন্যা।
বাসন্তী	অরুন্ধতীর সখী।
ইন্দুপ্রভা	কুমার সিংহের সহোদরা।
চিত্রলেখা, সীমন্তিনী	ইন্দুপ্রভার সখীদ্বয়।

দূতী ও নর্ত্তকীদ্বয়।

সংযোগস্থল—আজমীঢ়।

অরুন্ধতী।

প্রস্তাবনা।

" गुणं गृह्णन्ति साधवः। "

ঝুম। চৌতাল।

হে সহৃদয়গণ, যাচিছে অভাজন, করি বিনয়।
হ'য়েছে মানসে,
গাইব সরসে,
সবে মিলি স্বর লয়, সবে মিলি স্বর লয়।
আজি রঙ্গস্থলে,
হের কুতূহলে,
অরুন্ধতী অভিনয়, অরুন্ধতী অভিনয়।
সভ্য গুণিগণ,
কর হে শ্রবণ,
ত্যজি দোষ সমুদয়, ত্যজি দোষ সমুদয়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।—শিবির।

"یا تن رسد بجانان یا جان ز تن برآید *"

* حافظ

(এক জন প্রহরী দণ্ডায়মান ও এক জন সৈনিকের প্রবেশ।)

সৈনি। আজ ভাই দুটো বড় সোন্দর মেয়ে পাওয়া গেছে।

প্রহ। কি রকম?

সৈনি। বেড়ে দেখ্‌তে। আমাদের যুবরাজের ত দেখেই মনটা চম্‌কে উঠেছে।

প্রহ। কি বলিস ভেঙ্গেই বল না,—বুজ্‌তে পারি নে যে।

সৈনি। ব'ল্‌ব আর আমার মাথা কি?—এই শোন:—আজ যখন যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেল, তখন মহারাজ আমাদের লুট ক'ত্তে আজ্ঞা দিলেন কি না—আমরা ত 'একে পায় আরে চায়' দোচোকো লুট্‌তে লাগ্‌লেম। তা'র পর ভাই শেষে একটা ঘরে গিয়ে দেখি, না দুটো মেয়ে মানুষ। আমাদের এই মুর্ত্তি দেখেই ত সে দুটোর আক্কেল গুড়ুম-পরিত্রাহি, চ্যাঁচাতে লাগ্‌লো,—চ্যাঁচালেনই বা কে শোনে—আমরা অমনি ক্যাঁক্ ক'রে ধ'রে

একখানা পাল্কির ভিতর পুরে একেবারে যুবরাজের কাছে এনে ফেল্লেম। তাঁর ত দেখেই মুণ্ডু বন্ বন্ ক'রে ঘুত্তে লাগ্‌লো।

প্রহ। তাঁর মুণ্ডু ঘুল্লো কি না ঘুল্লো, তুই জান্‌লি কি ক'রে?

সৈনি। কেন জান্‌বো না—রাজার মেয়ে দেখে, রাজার ছেলের মুণ্ডু ঘোরে এত বরাবর—সেই পিথিবীর ছিষ্টি হ'বার আগে থেঁকে হ'য়ে আস্‌চে।

প্রহ। চুপ, চুপ, যুবরাজ আস্‌চেন,—আয় আমরা এখান থেকে একটু স'রে দাঁড়াই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(কুমার সিংহের প্রবেশ।)

কুমা। (স্বগত) উঃ! চঞ্চল মন কিছুতেই স্থির হয় না। যে অবধি সেই সুন্দরীর চারুচন্দ্রানন দর্শন ক'রেছি, সেই অবধিই আর কিছুতেই সুখ নেই;—কেবলই সেই লাবণ্যবতীর অসামান্য রূপলাবণ্যই হৃদয়ে জাগরূক র'য়েছে। (উপবেশন।)

সিন্ধু কাফি। যৎ।

মরি কি চারুবদন,
হেরিল নয়ন আমার--রমণী-রতন।
যে অবধি হে'রেছি,
মনঃ প্রাণ স'পেছি,
বিঁধেছে হৃদে মদন।

তাহারি নাম ধ্যান,
তাহারি গুণ গান,
করিব সদা এখন।

(কিয়ৎক্ষণ পরে) উঃ প্রণয় কি ভয়ানক বস্তু ! পাষাণ সদৃশ সৈনিক হৃদয়কেও একেবারে দ্রবীভূত ক'রেছে। প্রথম চিন্তা, তা'র পর আশা, কিন্তু কেন ?—সে আশা ত কখনই সফল হ'বে না, সে কেবল মরুভূমে মরীচিকা মাত্র ! যদি সেই চিত্তহারিণী, আমার পিতৃব্যের কাল-সদৃশ করালগ্রাসে পতিত হয়, তা হ'লেই ত সকল আশাকে একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হবে,—তা'ই বা কোন্ না হ'বে ! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) উঃ ! পিতৃব্যের কি কদর্য্য চরিত্র, ভাব্‌লে শরীরের সমস্ত রক্ত শুষ্ক হয় ! নিষ্ঠুরতা, নির্দ্দয়তা, অত্যাচার, রাগ, দ্বেষ, লোভ, পর-হিংসা, লাম্পট্য প্রভৃতি সকল দোষগুলিই কি শরীরে আছে।—কি আশ্চর্য্য ! গুণের কি লেশ মাত্রও নাই, ধিক্ ! ধিক্, এরূপ চরিত্রের মনুষ্যকে ধিক্ ! এ প্রকার লোক যে রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করে, সে রাজ্য-কেও ধিক্ !! (চিন্তা) তা যা'ই হ'ক, যদি আমাকে আজ-মীঢ়ের সিংহাসনের ভবিষ্যৎ আশা ছাড়্‌তে হয়, সেও স্বীকার, তথাপি বন্দী মেদিনী রায়ের কন্যার আশা ছাড়্‌ব না ! আর তা'কে পিতৃব্যের কলুষ হৃদয়েও স্থান পে'তে দিব না !! ভবিষ্যতে যা হয় হ'ক !!!

(সরোষে প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবির-রাজকক্ষ।

"Woe knows no limits save the victor's will."

The Gaulliad.

(অরুন্ধতী ও বাসন্তী আসীনা।)

অরু। সখি! তুমি আমাকে বৃথা প্রবোধ দি'চ্চ, আমার মনের কিছুতেই সান্ত্বনা হ'বে না? হায়! আমি কি ছিলেম, আর কি হ'লেম। (সরোদনে)

ভৈরবী। মধ্যমান।

কে জানিতু বল এত আছে কপালে।
রাজার নন্দিনী আমি, হা বিধি কি ঘটালে।
কোথা জনক সোদর,
আসিয়ে উদ্ধার কর,
স্নেহের হরিণী মরে, প'ড়ে বিপদ-জালে।

বাস। সখি চুপ কর, অমন ক'রে কাঁদলে কি হ'বে বল?— চোক মুছ (চক্ষু মুছাইয়া) কপালে যা আছে তা কে খণ্ডাতে পারে বল।

অরু। সখি! যা'রা দুঃখু যে কি বস্তু কখন জানেনি, তা'রাই এই রকম ক'রে প্রবোধ দেয়। আমার ভিতরে যে কি হ'চ্চে তা আমিই জানূচি। (রোদন)

বাসু। কেঁদ না সখি, আর কেঁদ না, ভগবান্ এর প্রতি-
কার ক'র্‌বেনই ক'র্‌বেন।

অরু। হায়! আমি অত্যন্ত হতভাগিনী। হা বিধাতা!
তোমার মনে কি এই ছিল?—হায়! আমি কি এত
অপরাধ ক'রেছি যে তুমি আমাকে এত কষ্ট দিচ্চ?—
(রোদন) হা পরেমেশ্বর: আর যে যাতনা সহ্য হয় না।

বাস। (চক্ষু মুছাইয়া।)

খাম্বাজ। একতাল।

কেঁদ না কেঁদ না মুছ গো নয়ন-বারি।
পুনঃ তব হরিবে এ দুঃখ জগত-দুঃখহারী।
তমিস্রা রজনী নহে নিরন্তব,
চির রাহুগ্রস্ত নহে শশধর,
বিধির বিধানে ফিরে দুঃখ সুখ, ধৈরজ ধর কুমারি।

সখি! চুপ কর, কে যেন আস্‌চে।——
(অপর দিকে ভীম সিংহ ও দূতীর প্রবেশ।)

ভীম। (জনান্তিকে) দেখ দেখি এটি কেমন?—

দূতী। (জনান্তিকে) তাইত দিব্বিটি যে,—কৈ এমন তর
একটিওত আপনার কখন যোটে নি।

ভীম। (জনান্তিকে) তা'নৈলে আর ভীম সিংহ একটা
মেয়ের জন্যে এত লোকের মাথা কাটায়? যা হ'ক
এক বার যাও দেখি।

দূতী। (জনান্তিকে) যাই, একবার ভাল ক'রে বেয়ে চেয়ে
দেখি গে, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। (অগ্রসর

হইয়া) বলি ওগো বাছারা ! তোমাদের নাম কি গা ?—

(উত্তর না পাইয়া) চুপ্ ক'রে রৈলে যে গা ?—

বাস। ইনি রাজকন্যা অরুন্ধতী আর আমি ওঁর সখী, নাম বাসন্তী।

দূতী। তা তোমরা কাঁদচ কেন গা ?—

বাস। বিধাতা আমাদের কাঁদাতেই সৃষ্টি ক'রেছেন।

(ভীমসিংহকে দেখিতে পাইয়া নীরব)

দূতী। বালাই, অমন কথা কি বল্‌তে আছে ?—তোমাদের এই ত সবে প্রথম বয়েস, এ'র মধ্যেই কান্না কিসের ?—আমোদ কর আহ্লাদ কর ;—দিব্বি সুখে রাজরাণী হ'য়ে, রাজভোগে থাক্‌বে, কিসের দুঃখ ?—এ'স—(হাত ধরিয়া)

ঝিঁঝিট। কাওয়ালি।

দুঃখ ত্যজ লো সুন্দরি, মুছ দুনয়ন।
বিধি মিলাইল তব, অমূল্য রতন।
সুখের সাগরে ভাসি,
অধরে মধুর হাসি,
কর আজি মনোসাধে, সুখেরি মিলন।

অরু। (সরোষে) পাপীয়সি, হাত ছাড় ! (হাত ছাড়াইয়া) দাসীর মুখে এই কথা ?—

দূতী। (স্বগত) বাপ্‌রে ! ফোঁস করে যেন কেউটে সাপ !

ভীম। রাজপুত্রি ! এ'ত রাগ প্রকাশ কর্‌বার স্থান নয় ?—

তুমিত আর এখন মেদিনী রায়ের অন্তঃপুর মধ্যে নও—
ক্ষান্ত হও।

অরু। আঁ্যা!—তবে কি আমি বন্দী?—ওঃ ভগবান্—
(ক্রন্দন।)

ভীম। সুন্দরি, চুপ কর, আর তোমাকে রোদন ক'ত্তে হ'বে না,—এই বারেই বিধাতা তোমার সকল দুঃখের উপশম ক'র্‌বেন। আজ হ'তে তোমার চিত্তাকাশে পুনরায় সুখ-শশী উদয় হ'ল। এ'স হৃদয়ের ধন হৃদয়ে এ'স,
(অগ্রসর হইয়া ধরিতে উদ্যত।)

অরু। (সরোষে) মহারাজ! নিবৃত্ত হ'ন্—বন্দী অবস্থাতেও রাজপুত-বালা এ অত্যাচার কখনই সহ্য কর্‌বে না!

ভীম। সুন্দরি! তুমি ত বন্দী নও,—ভীম সিংহই তোমার প্রেমপাশে বন্দী! তুমি আজমীঢ় অধীশ্বরের হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বরী!

অরু। দুর্বৃত্ত! এরূপ বাক্য-প্রয়োগ ক'র না বল্‌চি।

ভীম। (সরোষে) রে হতভাগিনি! বন্দীর মুখে এত বড় কথা? এত বড় স্পর্দ্ধা যে মহারাজ ভীম সিংহকে অবজ্ঞা?—আচ্ছা থাক, এর ফল শীঘ্রই পা'বে। "পিপীলিকার ডানা উঠে মরিবার তরে"—গর্ব্বিনি, তুমিই তোমার বৃদ্ধ পিতার কালস্বরূপ হ'লে।

অরু। আমার পিতা কি—

ভীম। (কথায় বাধা দিয়া) কি আশ্চর্য্য! যে কন্যা হ'তে মারবারের শেষ রাজার মুক্তি হ'বার এক মাত্র উপায় ছিল, সেই কন্যা স্বয়ংই আজ তা'র পিতার মৃত্যুকে

বারম্বার আহ্বান ক'চ্চে!! ওঃ! কি ভয়ানক পিতৃ-ভক্তি!!!

অরু। মারবারের শেষ রাজার অর্থ কি?—আমার দাদা কি নেই?—

দূতী। (জনান্তিকে) মহারাজ! রাগবেন না, রাগলে কাজ সিদ্ধি হ'বে না!

ভীম। (জনান্তিকে) ঠিক ব'লেছ, (অরুন্ধতীর প্রতি) হা হা হা! তাও জান না, তিনি ত যুদ্ধেই কুমারের হাতে হত হ'য়েছেন; তোমার বৃদ্ধ পিতা সুধু তোমারই কারণ জীবিত আছেন। যদি সেই পিতার জীবনের প্রার্থনা থাকে ত ভীম সিংহের সহধর্ম্মিণী হও, আর তাঁ'র সমস্ত পার্থিব সুখের অর্দ্ধসুখভোগিনী হও; নচেৎ আর উপায় নাই।

অরু। (স্বগত) এ যে দেখ্‌চি উভয় সঙ্কট, কি করি, (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) হা পরমেশ্বর! যে হৃদয়ে পাপ সর্ব্ব-দাই বিরাজিত, অবলা অরুন্ধতী সে হৃদয়ে কি রূপে স্থান পা'বে। (সরোদনে)

আলিয়া। কাওয়ালি।

কোথা হে করুণাময় ঘুচাও এ লাঞ্ছনা।
অবলা হৃদয়ে আর কত স'বে যাতনা।
কোমল কমলদল,
দলিলে দ্বিরদদল,

দুখিনী নলিনী প্রাণ থাকে কোথা বল না।
অসহ্য হ'তেছে হৃদে এ দুঃসহ বেদনা।

দূতী। মহারাজ! বলেন ত অন্তঃপুরে নিয়ে যাই।

ভীম। তা আর জিজ্ঞাসা ক'চ্চ?

বাস। (জনান্তিকে) সখি আবার কোথায়?

অরু। (জনান্তিকে) ভয় কি সখি, চলই না,—এই ত সবে দুঃখের সাগরে প'ড়েছি, এখন কত দূর ভাস্‌তে হয়, কি ডুব্‌তে হয়, তা কে জানে, ভয় ক'ল্লে হ'বে কেন?

দূতী।— খাম্বাজ। ঠুংরি।

চল গো রাজবালা চল রাজ-ভবন।
পোহাল দুঃখ-যামিনী, উদিল সুখ-তপন।
অযতনে পে'লে ধনী,
নাগর মন-মতন।

(নারীত্রয়ের প্রস্থান।)

ভীম। (গমন দেখিয়া স্বগত) আহা! যেন মরাল-গামিনী! দূতী যে কথা ব'লেছে, সত্য! বস্তুতঃ এরূপ সুন্দরী আমার ভাগ্যে একটিও যোটে নি। তা যা হ'ক, এখন ঈশ্বর ইচ্ছায় ভোগে এ'লে বাঁচি।

(অপর দিক দিয়া প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য। অন্তঃপুর-রাজকক্ষ।

"Nay, if the gentle spirit of moving words
Can no way change you to a milder form,
I'll woe you, like a soldier, at arms'end,
And love you 'gainst the nature of love, force you."
Two gentlemen of Verona.

(অরুন্ধতী ও বাসন্তী উপবিষ্টা।)

অরু। (বাসন্তীর গলা ধরিয়া সরোদনে)
জংলা ঝিঁঝিট। একতাল।

ভুলিব কেমনে, সে জীবন-ধনে,
যা'র রূপরাশি সদা বিরাজিছে মনে।
কি শয়নে, জাগরণে, হেরি যে রতনে,
পলকে প্রলয় জ্ঞান যা'র অদর্শনে,
কেমনে ধরিব প্রাণ বল তা'রই বিহনে।

বাস। তা বটে, কিন্তু প্রিয়সখি! তুমি আপনিই মনে ভে'বে দেখ না কেন, যে তোমার ভ্রাতার প্রাণহন্তা, যে তোমার দেশের বৈরী, যা'র পিতৃব্য তোমার পিতাকে কারারুদ্ধ ক'রে রে'খেছে, তা'র সঙ্গে কি প্রণয় করা উচিত?—— কখনই নয়।

পিলু বেহাগ। কাওয়ালি।

কেন সদা ভাব সেই জন, মিছে অকারণ।
তা'র সনে প্রেম, নহে উচিত কখন।
তা'র আশা ত্যাগ কর,
সে জন তোমার পর,
কেমনে সঁপিবে তা'রে, জীবন যৌবন।

অরু। সখি তুমি যা বল্‌চ সত্য বটে, কিন্তু তা কি ক'রে হয়।

ঝিঁঝিট। মধ্যমান।

একবার যা'রে সখি সঁ'পেছি জীবন মন,
কেমনে আবার তা'রে ভুলিব বল এখন।
তা'রে যদি ভাবি পর,
তবে কে আপন আর,
যে হ'য়েছে মনঃপ্রাণ, সে যে প্রাণাধিক ধন।

বাস। সখি! বুঝি সেই নরাধম আস্‌চে।

(ভীম সিংহের প্রবেশ।)

ভীম। রাজকন্যে! আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পে'লেম। আমার একটি বক্তব্য আছে, যদি শুনেন ত বলি!——

অরু। বলুন!——

ভীম। সুন্দরি! তুমি অশেষ সুখ-সম্ভোগের যোগ্য পাত্রী হ'য়ে, বন্দীর ন্যায় এমন অসুখে কাল হরণ করা তোমার কখনই উচিত নয়; তোমার ঈদৃশ রূপ লাবণ্য, ও এই

যৌবন কাল সম্প্রতি কেবল বৃথা যা'চ্চে ! যেমন, কণ্ঠে ধারণ ব্যতিরেকে মহামূল্য মণিময় মালাও শোভা পায় না, সেইরূপ তুমি স্বভাবতঃ শোভমানা হ'লেও সম্ভোগ ব্যতীত তোমার যথার্থ শোভা হ'চ্চে না।

অরু। মহারাজ ! আপনি যা ব'ল্লেন তা কি রূপে হ'তে পারে ! আপনি রাজা, আমি বন্দী—বন্দী কখনই রাজ-সুখের সুখভাগিনী হ'তে পারে না। অতএব আপনি বার বার ও কথা আমাকে বল্‌বেন না।

ভীম। সুন্দরি ! তুমি বন্দী আছ মনে ক'রে দুঃখ ক'র না, আমাকে স্বামিত্বে বরণ কর, আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে এই রাজ্যের অধীশ্বরী ক'চ্চি—তুমি অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ কর।

অরু। মহারাজ ! কুমারীর প্রতি আপনার নীচ ও পাপাশয় ব্যক্তির ন্যায়, এরূপ অযুক্ত অভিলাষ প্রকাশ করা শোভা পায় না। আপনি আমাকে, আর পিতাকে মুক্ত ক'রে দিন, তিনি আপনাকে প্রচুর ধন দিতে স্বীকৃত আছেন।

ভীম। সুন্দরি ! তোমার পিতা এমন কি ধন দিতে পারেন, যে তুমি মুক্ত হ'তে পার, আমি তোমার রূপ ও প্রেম ব্যতীত অন্য কোন ধনই চাই না।

অরু। (সরোষে) মহারাজ কুমারীকে এরূপ কটূক্তি কর্‌বেন না,—ধন নিয়ে আমাদের মুক্ত করে দিন ;—আপনার সহিত আমার মিলন কখনই হবে না।

ভীম। (সদর্পে) তোমাকে আমি এত কাকুতি মিনতি

ক'ল্লেম, কিছুতেই সম্মত হ'লে না, কিন্তু জে'ন, কথায় না হ'ও,—বলে হ'তেই হ'বে। (অগ্রসর হইতে উদ্যত।)

অরু। মহারাজ! দাঁড়ান, দাঁড়ান, আগে আমার একটি নিবেদন আছে শুনুন, তা'র পরে আপনার যা ইচ্ছা হয, করবেন। আমি অবলা বালিকা—স্বভাবতই হীনবলা, আপনি অনায়াসেই আমার উপর বল প্রকাশ ক'র্ত্তে পারেন, যথার্থ; কিন্তু আপনার ঈদৃশ অত্যাচার যখন সকলে জান্‌তে পার্'ব, তখন এই ভারতবর্ষের সমস্ত রাজমণ্ডলী ঘৃণার সহিত বল্'বেন 'দুরাত্মা ভীম সিংহ অসহায়া কুমারীর প্রতি পশুবৎ অত্যাচার ক'রেছিল।' কবিগণ বীণার ঝঙ্কারে এই অপযশ কীর্ত্তন করবেন, 'দুরাত্মা ভীম সিংহ অসহায়া কুমারীর প্রতি পশুবৎ অত্যাচার ক'রেছিল।' বাল বৃদ্ধ সমস্ত লোকেই নিন্দা ক'রে বল্‌বে 'দুরাত্মা ভীম সিংহ অসহায়া কুমারীর প্রতি পশুবৎ অত্যাচার ক'রেছিল।' দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিযা পর্ব্বত কন্দর হ'তে এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'বে 'দুরাত্মা ভীম সিংহ অসহায়া কুমারীর প্রতি পশুবৎ অত্যাচার ক'রেছিল।'

ভীম। রাজকন্যে! সে জন্যে তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি সম্মত হও, আমি তোমাকে সমস্ত মারবার রাজ্যের অধীশ্বরী ক'রব।

অরু। (সরোষে) কি সম্মত হ'ব?—তোমার রাজ্যের অধীশ্বরী হ'তে?—হা আমার পোড়া কপাল! একথাও আমাকে শুন্‌তে হ'ল!! ধিক্, ধিক্!!!

(পার্শ্বস্থ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া এককালে চৌকাঠের উপর দণ্ডায়মানা।)

(ভীম সিংহের সরোষে ধরিতে অগ্রসর হওন।)

দুরাত্মা, যেখানে আছ, সেই খানেই থাক. আর এক পা এগিয়ে এলেই, তৎক্ষণাৎ দ্বার হ'তে নীচে ঝাঁপিয়ে প'ড়ব।

(ভীম সিংহের হতবুদ্ধির ন্যায় অবস্থান।)

(কর যোড়ে)—সিন্ধুভৈরবী। কাওয়ালি।

তার হে দাসীরে. বিপদতারণ!
এ ঘোর দুস্তারে পড়ি, ডাকি হে নিস্তারণ।
দেখ প্রভু দয়াময়,
বিদরে বালা-হৃদয়,
বলে হরে দুরাচার, অবলা-সতীত্ব ধন।
কে আছে জগতে আর,
তোমা বিনা অবলার,
তুমি না তারিলে প্রভু, কে আর তারে এখন।

ভীম। (স্বগত) আঁ্যা—আঁ্যা—এ কি সর্ব্বনাশ! এখান থেকে লাফালেই ত সকলি পণ্ডশ্রম হবে। (প্রকাশ্যে) ছিঃ রাজকন্যে! তুমি নিতান্ত বালিকা,—ওখান থেকে স'রে এ'স,—আমি দিব্য কচ্চি, তোমাকে আর কিছু বল্‌ব না।

অরু। আমি তোমাকে চিনেছি, তুমি নরাধম, আমি তোমার দিব্য বিশ্বাস করিনে।

ভীম। রাজকন্যে! এ তোমার অত্যন্ত অন্যায়—আমি ঈশ্বরের দিব্য কচ্চি, তোমার কোন অনিষ্ট করব না। (অসি ধরিয়া) আমি রাজপুত, তরবার স্পর্শ ক'রে বল্‌চি, তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি স'রে এস।—

অরু। আচ্ছা এলেম—(চৌকাঠ হইতে নামিয়া মাত্র) কিন্তু এই পর্য্যন্ত। তুমি যদি আর এক পা এগিয়ে এস ত দেখ্‌বে যে, অরুন্ধতী এ'র নীচে পাথরের সঙ্গে চূর্ণ হয়ে আছে।

ভীম। অরুন্ধতি! আমা হ'তে তোমার আর কোন ভয় নেই।

অরু। আমি তোমাকে ভয় করিনে,—এই গৃহ যে এত উচ্চ ক'রে নির্ম্মাণ ক'রেছিল তাঁকে ধন্যবাদ দি; কারণ, এখান থেকে পড়্‌লে আর কাউকে ফির্‌তে হয় না। তাকে ধন্যবাদ করি!—ভগবানকে ধন্যবাদ করি!!— তোমাকে ভয় করিনে!!!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুরস্থিত কানন।

"——— ———এই ভিক্ষা করি,——
দাসীর এ তৃষা তোম সুধা বরিষণে।"

মেঘনাদ বধ কাব্য।

(ইন্দুপ্রভা ও সখীদ্বয়ের প্রবেশ।)

সখীদ্বয়। দেশ ঝিঁঝিট। ঠুংরি।

চল সখি কানন ভিতরে ফুল চয়নে,
গাঁথিয়া চিকণ মালা যতনে,
বাঁধিয়া কবরী তব, দিব সবে, ও বিধুবদনে !
বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলে,—সকলে,—
হাসি দুলাইব মালা রাজনন্দিনীর গলে,
হইবে কি শোভা মনোহর;—
হেরিয়ে বিরহিজন দহিবে মদনে।

(সকলে পুষ্পচয়নানন্তর একস্থানে উপবেশন করত
মালা গ্রন্থন।)

সীম। আজ কিন্তু ভাই, অরুন্ধতী বড় বুদ্ধি ক'রে মহারাজের হাত থেকে এড়িয়েচে।

চিত্র। সতীদের সতীত্ব রাখ্‌তে হ'লেই অমনি বুদ্ধি আসে।

ইন্দু। সুধু সে জন্যে নয়, অরুন্ধতী স্বভাবতই বুদ্ধিমতী।

চিত্র। তার আর ভুল কি ?—

সীম। তা নৈলে আর আমাদের মহারাজের হাত থেকে এদ্দিন এড়ান !

ইন্দু। যথার্থ ভাই ! কাকার কি ভযানক কদর্য্য প্রকৃতি,—শুন্‌লে কানে হাত দিতে হয় !——কুমারীর উপর কি এমন ক'রে অত্যাচার ক'ত্তে আছে ?—অরুন্ধতী সতী, তাই জন্যেই এদ্দিন রক্ষা পেয়েছে।

সীম। তা বৈ কি, অরুন্ধতীর মতন মেয়ে আজকের দিনে মেলা ভার। আহা ! যেম্‌নি রূপ, তেম্‌নি গুণ।

চিত্র। কেবল দুঃখের বিষয় এই, যে, বিধাতা কপালে সুখ লেখেন নি !

ইন্দু। বল্‌তে কি ভাই, আমি অরুন্ধতীকে আপনার বোনের মতন ভালবাসি, ওর দুঃখ দেখ্‌লে আমার যে কত দূর কষ্ট হয় তা কি বল্‌ব !—

চিত্র। শুধু তোমার কেন ?—ওর কষ্ট দেখ্‌লে পাষাণও গ'লে যায় !

সীম। মিথ্যা নয়, এমন তর অত্যাচার কি প্রাণে সহ্য হয় !

ইন্দু। কে কি কর্‌বে বল, অদেষ্টের ভোগ যা'র যদ্দিন আছে,—ভুগবে। কে খণ্ডাতে পারে।

সীম। (মালা গাঁথিয়া) সখি, এই দেখ, মালা গাঁথা হ'য়েছে,

এস তোমায় পারিয়ে দি, (ইন্দুপ্রভার কবরীতে মালা বাঁধিয়া)——

পিলু। যৎ।

কি শোভা কুসুম-হার, কবরী জড়িত রে!
বাসবের চাপ যেন, সুনীল গগনে রে!

চিত্র। (চিবুক ধরিয়া)———

কোমল কুসুম তনু, কুসুমে ভূষিত রে!
হেরিবার জন নাহি, এই খেদ মনে রে!

ইন্দু। কেন! এই ত তোমরা দেখ্‌চ।

চিত্র। আমরা দেখ্‌লে কি হ'বে?—

ইন্দু। (এক দিকে চাহিয়া) এই যে নাম ক'ত্তে ক'ত্তেই উপস্থিত,—কি মনে ক'রে?———

(অরুন্ধতী ও বাসন্তীর প্রবেশ।)

অরু। ভিক্ষা কর্‌তে?—

ইন্দু। কি ভিক্ষা?—

অরু। দাও ত বলি। (উপবেশন)

ইন্দু। তোমাকে আমার কি অদেয়?—

অরু। ঝিঁঝিট খাম্বাজ। ঠুংরি।

রাখ আজি প্রিয়সখি অভাগীর বচন।
মিনতি করি হে,
ধরি তব চরণে,
দাসীর মানস কর পূরণ।

হ'য়েছে মনে,
হেরিব নয়নে,
চির-পূজিত-জনক-চরণ।

ইন্দু। তা আচ্ছা, তা'র জন্যে আর এত কাকুতি মিনতিই বা কেন, আর পায়ে ধরাই বা কেন?—আমি যেমন ক'রে পারি, তোমার কথা রাখ্‌বই রাখ্‌ব! তুমি আমার বড় বোন্!!—তোমার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি!!!

অরু। সখি! তোমার ধার আমি ম'লেও শুধ্‌তে পার্‌ব না। বোধ হয়, আর জন্মে আমার কিছু পুণ্যি ছিল, তা'ই এ শত্রুপুরির মাঝে আমি তোমাকে পেয়েছি।

এ প্রান্তর-বৈরি-পুরে তুমি সখি মম,
শান্তিদ শীতল বট-তরু-ছায়া সম।

বাস। তবে চল, শুভকর্ম্মে আর বিলম্ব কেন?——

(সকলের গাত্রোত্থান)

সখীদ্বয়। খাম্বাজ। একতাল।

চল সখি চল সুখেরি আলয়,
ওই দেখ শশী উদিল অম্বরে।
প্রকাশিছে ক্রমে তারকা-নিচয়,
হরিষে হাসিল কুমুদিনী সরে।

বিগত তপন আগত যামিনী,
অমল সলিলে মুদিল কমল।
মুদিল নয়ন, সম প্রণয়িনী
সূর্য্যমুখী ধনী বিরহে-বিকল।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

কারাগৃহ।

" If thou beest he— But, O, how fallen ! how changed
* * * * into what pit thou seest,
From what height fallen :"

Paradise Lost.

(মেদিনী রায় উপবিষ্ট, দুই পার্শ্বে দুই
জন সৈনিক দণ্ডায়মান।)

মেদি। আচ্ছা, তোমরা যে ব'লচ প্রতাপ যুদ্ধে হত হ'য়েছে,
তা তোমরা কেউ দেখেচ ?

প্র-সৈ। আজ্ঞে হাঁ, আমি স্বচক্ষে দেখেচি, তিনি আমা-
দের যুবরাজের তরওয়ারের আঘাতেই প'ড়েছেন।

মেদি। 'প'ড়েছেন' ব'লচ, কিন্তু ম'রেছেন কি না, তা'র ত
ঠিক নাই।

দ্বি-সৈ। আজ্ঞে হাঁ. ম'রেচেন বৈ কি, আমি নিজে তাঁ'কে
চুলিতে জ্বালিয়েছি।

মেদি। আঁ্যা——নেই ! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ ও সরোদনে)
হা পুত্র ! প্রতাপ ! হায় হৃদয়ের ধন !
কি দোষে ত্যজিলে, বৎস ! বৃদ্ধ জনকেরে ?—

কি দুঃখ ভ বিযে পুত্র। তুমি রে আমার,
সম্বিলে ভব লীলা এ শৈশব কালে ;—
জানিলে না, জগতের সুখ দুঃখ যত।
রাখিতে দেশের মান, তুমি বীরবর!
সম্মুখ সমরে পড়ি গেলা স্বর্গপুরে।
ভাসিল জনক তব,—এ বৃদ্ধ বয়সে,
অকুল, অতল, হায় শোকের সাগরে!

প্র-সৈ। (জনান্তিকে) আজকে ত তুই বড কৌশল ক'রে বেটাকে কাঁদিযেচিস্।

দ্বি-সৈ। (জনান্তিকে) কাঁদাব না কেন?—আমি লোকটা কত্ত ব[illegible]।—একি তুই পে'লি?—এমন এমন সব ফিকির জানি ও ত ও, পা[illegible] পর্য্যন্ত কেঁদে যায়।

প্র সৈ। (জনান্তিকে) আজ মহারাজ শুন্‌লে বড় খুসি হ'বেন।

মেদি। (সাবোদনে —
হে নিদয়, নিদারুণ, দয়াময় বিধি!
কেমনে লিখিলে হায়! এ কঠোর লিপি,
সুকোমল করে, প্রভু! আমার কপালে।
কহ কোন্ দোষে দোষী এ অধম দাস,
তোমার চরণে ; তাই সে হরিলে নাথ!
আমার তনয়ে,—আহা একটি রতন!
কোন্ দাতা হরে ধন, বিতরি দুখীরে?

নেপথ্যে। ওহে তোমরা একবার এ দিকে এস ত।

সৈ-দ্ব। আজ্ঞে, যাচ্চি—(উভয়ের প্রস্থান।)

মেদি। (সরোদনে)—

হা-প্রতাপ! বড় সাধ আছিল রে মনে,
মুদিব অন্তিমে আঁখি, নিরখি তোমারে,—
আসীন রাজ-আসনে, রাজদণ্ড করে,
মুকুটে মণ্ডিত শির, ছত্র তদুপরি।
কিন্তু ভাগ্য দোষে, বাম হইল বিধাতা
সাধিতে এ বাদ,—এ বিষম সমরাগ্নি
জ্বালিল পুরে আমার—পুড়িল কপাল,
তাই সে হারানু পুত্র তোমা হেন ধনে।
মনের সে সাধ মম মিটিল রে মনে!

(দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

হায় রে! যে শশী মম হৃদয় আকাশে
শোভিত উজলি দিক, সহসা কুক্ষণে,
কাল রাহু আসি আজি গ্রাসিয়াছে তারে,
ঘোর তমরাশি সম শোক তাপ রাশি
ব্যাপিল অমনি দিবে, দ্বিগুণ আঁধারি!

(অরুন্ধতী ও বাসন্তীর প্রবেশ।)

বাস। (জনান্তিকে) সখি! দেখ মহারাজকে আর চেন্‌বার যো নেই,—এই ক দিনে শরীর যেন একেবারে কালী

হ'য়ে গেছে। আহা! বৃদ্ধ-বয়সে কত কষ্টই সহ্য ক'ত্তে হ'চ্চে!

অরু। (ব্যস্তভাবে যাইয়া) হা পিতঃ! (পদতলে পতন ও মূর্চ্ছা।)

মেদি। (সচকিত) কেও অরুন্ধতি! —একি, তুমি এখানে এ'লে কি ক'রে? —এস, মা এস, বৎস! তুমিই আমার অন্ধের যষ্টি!

বাস। (শশব্যস্তে) একি!—কি হ'ল, কি হ'ল!—প্রিয় সখী অমন ক'রে রৈ'লেন কেন? (সরোদনে অঞ্চল দিয়া ব্যজন) এখানে কে আছে গা, একটু জল দিয়ে যাও ত,— ওমা কেউ নেই! - হায় হায় কি সর্ব্বনাশ! (ক্রন্দন।)

মেদি। আঁ্যা—মূর্চ্ছা? —মা, অরুন্ধতি, ওঠো মা! এ বৃদ্ধ বয়সে আর আমাকে অমন ক'রে কষ্ট দিও না। আঁ্যা— নিরুত্তর?—(সরোদনে) হা পরমেশ্বর! আমার কপালে এত দুঃখও লিখেছিল! হায়! আমার রাজ্য গেল, পুত্র গেল, বন্দী হ'লেম, শেষ একমাত্র কন্যা ছিল, তা'ও কি গেল?——

অরু। (চেতন পাইয়া সরোদনে,)——

পাহাড়িয়া। আড়া ঠেকা।

সহে না হৃদে আমার যাতনা জনক আর।
ত্বরিতে কর গো কোন এ দুখের প্রতিকার।

ভাবিলে গো তব দুখ,
বিদরিয়ে যায় বুক,
অমা নিশা কত আর করিবে ধরা আঁধার।

মেদি। বৎস, ধৈর্য্য হও! তুমি আমার জন্যে কিছু দুঃখ ক'র না, আমি বেশ আছি;—কিন্তু পাষণ্ড তোমার প্রতি কোন অত্যাচার ক'রেছে কি না?—

অরু। পিতঃ! সে আর কি ব'ল্‌ব! সে দুরাচার যে রূপ রূঢ় ব্যবহার করে, তা আপনি শু'ন্‌লে আর স্থির হ'তে পা'র্‌বেন না।—কিন্তু তার ভাইঝী আমাকে অত্যন্ত যত্ন করে—যেন আপনার বোনের মতন দেখে, তা'রই অনুগ্রহে আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'ত্তে এ'সেছি। আর কুমারও যথেষ্ট অনুগ্রহ——(লজ্জাবনত মুখ।)

মেদি। কে? কুমার সিংহ?—যদিও তিনি যদিও ভীম সিংহের ন্যায় নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর ন'ন—কিন্তু তাঁ'র হাতেই আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

ম'রেছে প্রাণের পুত্র প্রতাপ আমার,
নি'বেছে দেউটী আঁধারিয়া মারবার।

অরু। (সরোদনে) হায়! দাদা আমার কি কুক্ষণে কাল রণে গেলেন, যে ফি'র ঘরে আ'স্‌তে হ'ল না। এ হতভাগিনীর জন্যেই এই সর্ব্বনাশ হ'ল। হায়! জন্মিয়েই আমার মৃত্যু হ'ল না কেন?—তা হ'লে এ পোড়া চক্ষে আর এ সকল দে'খ্‌তে হ'ত না। (ক্রন্দন।)

(পত্রহস্তে রুদ্রপালের প্রবেশ।)

রুদ্র। (স্বগত) পত্রখানা এখন দেওয়া হ'বে না, আগে এ'দের সরিয়ে দি। (প্রকাশ্যে অরুন্ধতীর প্রতি) রাজকন্যে! আপনারা এইবারে চ'লে আসুন, কি জানি, যদি কেউ এ'সে দেখ্‌তে পায় ত আমার মাথা যা'বে, আসুন।

মেদি। বৎস! তবে এইবারে ওঠ, কি জানি, যদি কেউ দে'খে দুরাচারকে ব'লে দেয়! তা হ'লেই ত সর্ব্বনাশ!

অরু। (পিতৃপদ ধরিয়া সরোদনে)—

বাগেশ্বরী। আড়া ঠেকা।

কেমন করিয়ে পিত ছাড়িয়ে যা'ব তোমারে।
তোমা বিনা কেবা মম আছে আর এ সংসারে।
বাসনা সতত মনে,
তব চরণ সেবনে,
যা'ব না যা'ব না আর, না ডরি সে দুরাচারে।

রুদ্র। রাজকুমারি! আপনার ভয় না হ'তে পারে, কিন্তু আমার যে আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যা'চ্চে!

মেদি। অরুন্ধতি! মা! কি কর্‌বে বল, এখন ওঠ, নৈলে তোমার জন্যে এদের সকলের প্রাণ নষ্ট হয়, সেটাও ত ভাল নয়!——

অরু। (সরোদনে) পিতঃ! এই কি শেষ দেখা?—আর কি আপনার চরণযুগল দেখ্‌তে পা'ব না?——

মেদি। সে ভগবানের ইচ্ছা, ভবিষ্যতের কথা কে ব'ল্‌তে

পারে! (বাসন্তীর প্রতি) বাসন্তি! তুমি আমার অরু-ন্ধতীকে দেখ!—ও তোমারই!—

রুদ্র। আসুন, আর বিলম্ব ক'চ্চেন কেন?—ঐ দেখুন, আপনাদের জন্যে আমাদের রাজকুমারী এক জন দাসীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন,—চলুন।

অরু। (সবিষাদে)—

চলিল অভাগা বালা ভগন-হৃদয়ে,
ভগন-হৃদয়ে যথা বিহগ-শাবক,—
যবে ব্যাধ হরে তা'রে পশিয়ে কুলায়ে,—
চাহে সে বিহগ পানে, আঁখি ছল ছল।

(উভয়ের প্রণাম ও প্রস্থান।)

রুদ্র। মহারাজ আপনাকে এই পত্র খান দিয়েছেন। (পত্র প্রদান।)

মেদি। কৈ দেখি।—(পত্র খুলিয়া পাঠ) "মহারাজ! আপনার যদি কারাগার হ'তে মুক্ত হ'বার অভিলাষ থাকে ত, আমাকে আপনার অসামান্য রূপলাবণ্যবতী কন্যা অরুন্ধতীকে সমর্পণ—" (সরোষে পত্র ছিন্ন করণ।)

রুদ্র। ওকি, সমস্তটা পড়্‌লেন না!

মেদি। (সরোষে) সে দুরাত্মার দুরভিসন্ধি আর প'ড়্‌ব কি?—রুদ্রপাল! তুমি আমাকে এমন নীচ মনে ক'র না যে, আমি সে নরাধমের প্রস্তাবে সম্মত হ'য়ে, আমার স্নেহময়ী কন্যা অরুন্ধতীকে পাপসাগরে বিসর্জ্জন

দেব। আমি চিরবন্দী হই সেও স্বীকার, তথাপি দুরাত্মা ভীম সিংহের হস্তে কন্যা-সমর্পণ ক'র্‌ব না। রুদ্রপাল, তুমি যাও,—আমার দূত হ'য়ে সেই নরপিশাচের নিকট বলগে যাও; যে, যদিও মেদিনী রায় গত যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে, কারাগারে বন্দী হ'য়েছে, তথাপি তা'র অন্তরের মন,—মর্ম্মান্তিক প্রতিহিংসা, আমরণ কখনই বশীভূত হ'বে না!

রুদ্র। মহারাজ! আমার সম্মুখে এরূপ বলাটা উচিত নয়।

মেদি। রুদ্রপাল! তুমি দূত, দৌত্যকর্ম্মে যাও, উচিত, অনুচিত তোমার বুঝ্‌বার ভার নয়।

রুদ্র। (স্বগত) আমি ত আজ এই সূত্রে কিছু লাভ ক'রেছি, এখন তোমার যা ব'ল্‌তে হয় বল গে।

(প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।—অরুন্ধতীর শয়নাগার।

"Nihil difficile amanti."

Cicero.

(অরুন্ধতী ও কুমার সিংহ আসীন।)

অরু। যুবরাজ! আমার একটি কথা আছে, যদি রাখেন ত বলি।

কুমা! অবশ্য রা'খ্‌ব, বলুন; আপনার জন্যে আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি, তা আর একটা সামান্য কথা রা-খ্‌তে পার্‌ব না?

অরু। (যোড় করে)—

কাফি। ঠুংরি।

তব পাশে এই মম নিবেদন।
দাসীরে অভয় যদি দেহ যুবরাজ,
তবে বলি ধরি তব যুগল চরণ।
যে যাতনা জনক সহেন আমার,
অভাগিনী কিবা তাহা জানাবে আর,
হৃদে সহে না সহে না দুখভার,
কর এই উপকার, তাঁ'র দুখবিমোচন।

কুমা। (স্বগত) এত দে'খ্‌ছি উভয় সঙ্কট,—যদি অরুন্ধতীর অনুরোধে, মেদিনী রায়কে কারাগার হ'তে মুক্ত ক'রে দি, আর যদি পিতৃব্য সে কথা জা'ন্‌তে পারেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই আমার প্রাণদণ্ড ক'র্‌বেন; কিন্তু এদিকে আ-বার যদি অরুন্ধতীর অনুরোধ না রাখি, তা হ'লেও তাঁ'র পবিত্র প্রণয় হ'তে বঞ্চিত হ'তে হয়।—ওঃ! তা কখনই হ'তে পারে না!—অরুন্ধতীর প্রণয় হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে জীবিত থাকা অপেক্ষা, তা'র উপকারার্থে প্রাণ বিস-র্জ্জন দেওয়া শতগুণে শ্রেয়ঃ,—আমি কখনই ভীরুর ন্যায় প্রাণের আশঙ্কায় প্রণয়ের আশা ত্যাগ ক'র্‌ব না! আমি নিশ্চয়ই আমার হৃদয়-পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী অরু-ন্ধতীর পিতা বৃদ্ধ মেদিনী রায়কে কারাগার হ'তে নিষ্কৃতি দেব; দুরাত্মা ভীম সিংহ যা ক'র্ত্তে হয় করুক—কুমার সিংহ প্রাণের ভয় অতি অল্পই করে।

অরু। যুবরাজ! অভাগিনীর প্রতি কি নিতান্তই নির্দ্দয় হবেন?—আপনার কি এতে সম্মতি হ'চ্চে না!—

কুমা। রাজকুমারি! আপনার কোন্‌ কর্ম্মে আমার অসম্মতি দে'খেচেন, তা এতে অসম্মত হ'ব।—আমি যখন আপ-নার কাছে এ কথা পূর্ব্বেই স্বীকার ক'রেছি, তখন নিশ্চ-য়ই জান্‌বেন যে, একর্ম্ম আমা হ'তে সম্পন্ন হ'বেই হ'বে।

মিশ্র। আড়া ঠেকা।

প্রাণের অধিক প্রিয়তর তব প্রেম ধন।
তা'ই সে বাসনা মনে লভি প্রণয় রতন।

হেরি যবে তব মুখ,
ছার ভাবি ভব-সুখ,
জীবনের ভাবী আশা সকলি ভুলি তখন।

রাজকুমারি! তবে এক্ষণে চ'ল্লেম, কি জানি, যদি মহারাজ সহসা হেথা এ'সে পড়েন ত প্রমাদ হ'বে!—আমি এখনই আপনার পিতাকে মুক্ত ক'রে দিতে চ'ল্লেম,—আপনি আমাকে বিদায় দিন। (উত্থান।)

অরু। পিলু বরোয়াঁ। ঠুংরি।

দিব কেমনে বিদায়।
ক্ষণেক ছাড়িতে যা'রে মন নাহি চায়।
যে জন হ'লে অন্তর,
ব্যাকুল হয় অন্তর,
ভানু অদর্শনে যেন নলিনী শুকায়।

কুমা। রাজকুমারি! আর বিলম্ব করা উচিত নয়—আমি যাই। (প্রস্থান।)

অরু। (স্বগত) যদি যুবরাজ অনুগ্রহ ক'রে বাবাকে মুক্ত ক'রে দেন, তা হ'লেও আমার উদ্ধারের কতকটা পথ হয়। কিন্তু আমার কি এমন অদৃষ্ট হবে যে তাঁ'কে উদ্ধার ক'ত্তে পা'র্‌ব?—আবার কি তিনি মারবারের সিংহাসনে উপবেশন ক'র্‌বেন?—আবার কি আমি তাঁ'র চরণ সেবা ক'ত্তে পা'র্‌ব?—হা ভগবান্! আর কি তুমি আমাদের প্রতি মুখ তুলে চা'বে না! (সরোদনে)

হা পিতঃ! তোমার পূর্ব্বকার অবস্থা আর এখনকার অবস্থা তুলনা ক'ত্তে গেলে শরীর স্পন্দ-রহিত হয়! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) ওঃ! কোথা রাজ্যেশ্বর রাজা—কোথা কারাগারের বন্দী!!—হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল!!! (ক্রন্দন।)

(বাসন্তীর প্রবেশ।)

বাস। কি সখি! কাঁ'দ্‌চ কেন?—যুবরাজ কি ব'ল্লেন?—

অরু। ব'ল্লেন ভাল, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় হ'লে হয়!—আমার যে অদৃষ্ট, কি হ'তে কি হ'বে তা'ই ভাব্‌চি!

বাস। তিনি সম্মত হ'য়েছেন ত?—তবে আর ভাবনা কি?

অরু। আর কিছু নয়, তবে কি না, যদি বাবাকে উদ্ধার ক'ত্তে গিয়ে, তাঁর নিজের কোন বিপদ ঘটে, তা'ই আশঙ্কা কচ্চি।—

(ইন্দুপ্রভা ও সখীদ্বয়ের গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

পিলু জংলা। খেম্‌টা।

চল চল লো সজনি, প্রেমকাননে।
গগনে লুকাল ভানু লোহিত বরণে।
বিতরি কুসুম-বাস,
বহে মধুর বাতাস,
জুড়াবে তাপিত তনু সমীর সেবনে।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কারাগার।

"Le roi est mort, vive le roi."

(শৃঙ্খলাবদ্ধ কুমার সিংহ আসীন।)

কুমা। (দীর্ঘ নিঃশ্বাসে স্বগত) হায় অরুন্ধতি! আমি তোমাকে সুখী ক'র্‌বা'র নিমিত্তে তোমার পিতাকে যে শৃঙ্খল মোচন ক'রে কারাগার হ'তে উদ্ধার ক'র্‌লেম, এক্ষণে আমি সেই শৃঙ্খলে নিজেই বন্দী হ'য়ে প'ড়েছি!— হ'ক্‌, তা'তে আমার কোন কষ্ট নেই, তোমার পিতাকে যে উদ্ধার ক'রেছি তাই যথেষ্ট। কিন্তু সেই নৃশংস পামর তোমার প্রতি যে রূপ অত্যাচার ক'চ্চে, তা মনে হ'লে, আমার হৃদয়ে যেন শত সহস্র বিষাক্ত শেল একেবারে বিদ্ধ হয়!—ওঃ! সে বেদনা অসহ্য!! (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসে) হা অরুন্ধতি! বুঝি জন্মের মত তোমার আশা ত্যাগ ক'র্ত্তে হ'ল!— বোধ হয়, আমার মুক্তি হ'বার আর কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব, প্রেয়সি! অগত্যা তোমার প্রেম আমাকে পরিত্যাগ ক'র্ত্তে হ'ল! (করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া)—

বেহাগ। একতাল।

ত্যজিব এ প্রণয়।
জ্বরিছে অঙ্গ, তব প্রেম-জ্বরে,
মানব-হৃদয়ে কতই বা সয়।
যা'র কর লাভ হ'বে না কখন,
কেনই বা তা'রে সঁপিনু জীবন,
এবে প্রেমানলে হ'তেছি দহন,
দেহে প্রাণ নাহি রয়।
তব আশা ছাড়িলাম হে ললনা,
কেন বৃথা সহি এ ঘোর যাতনা,
ভাবিলে হৃদয়ে তোমার ভাবনা,
কত লোকে কত কয়।

(দীর্ঘ নিঃশ্বাস) ওঃ অরুন্ধতি! আর কি তোমার সহিত সাক্ষাৎ হ'বে না?—এই কি শেষ?—হা বিধাতঃ! আমার কপালে এত দুঃখও লিখেছিলে?—হায়, অরুন্ধতি! তোমার বিরহ অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ঃ—(সদীর্ঘ নিঃশ্বাসে চক্ষুঃ মুদিয়া) হা অরুন্ধতি! হা অরুন্ধতি!! হা অরুন্ধতি!!!

(ভূদেব ও রুদ্রপালের ব্যস্তভাবে প্রবেশ।)

ভূদে। রুদ্রপাল, শীঘ্র যুবরাজের শৃঙ্খল খুলে দাও! চলুন, যুবরাজ! সিংহাসন শূন্য প'ড়ে আছে।

কুমা। (সচকিতে) কেন কি হ'য়েছে?——

ভূদে। (সরোদনে) আজ্ঞা, মহারাজ হঠাৎ মানব-লীলা সম্বরণ ক'রে, স্বর্গারোহণ ক'রেছেন।

কুমা। (সবিস্ময়ে) আঁা,—হঠাৎ মৃত্যু কি ক'রে হ'ল?—

ভূদে। আজ্ঞা, তিনি যখন আজ সন্ধ্যার সময়, মৃগয়া ক'রে রাজবাটী ফিরে আসেন, তাঁর হাতীটা কেমন সহসা ক্ষিপ্ত হ'য়ে একেবারে সিংহদ্বারে ধাক্কা লাগালে,—লাগালেই সকলে ব্যস্ত হ'য়ে মহারাজকে সাম্‌লাতে গেল, কিন্তু ইতিমধ্যেই হাতীটা আর একটা ঝাপ্টা মাল্লে,আর অমনি মহারাজ একেবারে ভূতলশায়ী হ'লেন। আমরা অমনি হাঁ হাঁ ক'রে ধ'ত্তে গেলেম; দেখি না—নাই, প্রাণবায়ু বিগত! যদিও বাঁ'চবার উপায় থা'কৃত—তা'ও হ'ল না,—হাতীটা একটা পা তাঁর বু-বু কের উপর দিলে—হো-হো, হো। (রোদন।)

কুমা। (রোদন করিতে করিতে স্বগত) পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত!—দুরাত্মা যেমন কুমারীর উপর অত্যাচার ক'ত্ত, তার তেমনি উচিত ফল পে'য়েছে! (কপট রোদন)

ভূদে। এখন আর কাঁ'দ্‌লে কি হ'বে বলুন, যা হ'বার তা ত হ'য়েছে! এখন চলুন, আপনার রাজত্ব আপনি দেখুন সে!—আপনার জন্যে রাজপরিচ্ছদ, রাজদণ্ড, রাজমুকুট সকলি এ'নেছি। (নেপথ্যাভিমুখে) ভৃত্য! যুবরাজকে রাজ-পরিচ্ছদ পরিয়ে দাও!

ভৃত্য। (প্রবেশ করিয়া সপ্রণামে) যে আজ্ঞা! (যুবরাজকে পরিচ্ছদ পরান।)

ভূদে। (কুমার সিংহকে মুকুট ও রাজদণ্ড পরাইয়া) জয় যুবরাজের জয়!—জয় মহারাজের জয়!!

(পুষ্পমাল্য হস্তে নর্ত্তকীদ্বয়ের প্রবেশ।)

নর্ত্তকীদ্বয়। (যুবরাজের গলদেশে মালা দিয়া।)

কালাংড়া। খেম্‌টা।

চল গৃহে রাজন হে,
চল গৃহে রাজন।
তব লাগি পুরজন,
দুনয়নে বহে ধারা,—
কাঁদিছে সবে,—শোকে মগন।
শূন্য রাজনিকেতন,
শূন্য রাজসিংহাসন,
রাজা বিনা রাজাসন,
শুধু কি কভু হয় শোভন।

(নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হওন।)

(সকলের প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য। কাননাভ্যন্তর।

———Here comes my mortal enemy
And either he must fall in fight, or I"

Palamon and Arcite.

(অসি হস্তে প্রতাপ রায়ের প্রবেশ।)

প্রতা। (স্বগত) উঃ! স্ত্রীলোকের চরিত্র কি ভয়ানক! কেহই জান্‌তে পারে না!—অরুন্ধতি! পাপীয়সি! তুইই আমার পিতার পবিত্র কুলে কালী দিলি! তোর জন্যেই পিতাকে এ বৃদ্ধ-বয়সে এত ক্লেশ সইতে হ'চ্চে।—পাপীয়সি! পিতৃবৈরীর সহিত মিলনের প্রার্থনা ক'রিস?—জানিস্ নে যে, প্রতাপ রায় আজও জীবিত আছে?—যদি আজ কুমারের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে জীবিত থাকি, তা হ'লে অরুন্ধতি! তুমি নিশ্চয় জেন, তোমার প্রাণ প্রতাপ রায়ের অসির আঘাতে নষ্ট হ'বে!—কৈ এখনও ত কুমার এ'ল না (পদচারণ) এই যে কুমার আস্‌চে!——

(কুমার সিংহের প্রবেশ।)

এস কুমার! আমি অনেকক্ষণ তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছি। যদিও আমি গত যুদ্ধে তোমার নিকট পরাজিত হ'য়ে, আহত হ'য়েছিলেম, কিন্তু, এক্ষণে ঈশ্বর

ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ ক'রে, পুনরায় তোমাকে দ্বৈরথ-যুদ্ধে আহ্বান ক'চ্চি ;—তুমি রাজপুত্র, বোধ হয় কখনই অস্বীকার কর্‌বে না।

কুমা। প্রতাপ! তুমি আজও জীবিত আছ দেখে আমি বড় সন্তুষ্ট হ'লেম, এস তোমার সহিত বন্ধুত্ব করি।

প্রতা। শত্রুর সহিত আবার বন্ধুত্ব কি?—এস, যুদ্ধ কর, সাধ্য হয় আমাকে বধ কর, নচেৎ এই অসির আঘাতে তোমার মস্তকচ্ছেদ ক'রে পিতার সমক্ষে ডালি দিব। (অসি নিষ্কোষণ পূর্ব্বক আঘাত করণ।)

(কুমারেরও অসি দ্বারা আত্মরক্ষা।)

কুমা। (কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া) প্রতাপ, ক্ষান্ত হও আমি পরাভব স্বীকার ক'ল্লেম।

প্রতা। কুমার! রাজপুত কি কখনও মৃত্যুর ভয় করে?—তুমি যুদ্ধ কর, আমি অবশ্যই তোমাকে বধ ক'র্‌ব,—দেশবৈরীকে কখনই ক্ষমা ক'র্‌ব না।

কুমা। আমি ত তোমার দেশ-বৈরী নই।

প্রতা। তুমি আমার দেশ বৈরী না হও, আমি তোমার দেশ-বৈরী, এস কুমার, যুদ্ধ কর, ক্ষমা নাই। (পুনঃ প্রহারোদ্যত।)

কুমা। আমি কখনই যুদ্ধ ক'রব না। (দূরে অসি নিক্ষেপ।)

(সহসা ব্রহ্মচারি-বেশে মেদিনী রায়ের প্রবেশ।)

মেদি। প্রতাপ! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, যুদ্ধ ক'র না, ক্ষান্ত হও।

প্রতা। (সবিস্ময়ে) পিতঃ! অঁ্যা—একি বেশ? (প্রণাম।)

মেদি। বৎস! সব ব'ল্‌চি. তুমি ক্ষান্ত হও!—কুমারের শরীরে অস্ত্রাঘাত ক'র না; কুমারের আনুকূল্যেই আমি কারাগারের কঠোর যাতনা হ'তে পরিত্রাণ পে'য়েছি। আর সেইপর্য্যন্তই ব্রহ্মচারীর বেশে লুকিয়ে আছি। (কুমারের হস্ত ধরিয়া) কুমার! কিছু মনে ক'র না,—প্রতাপ বালক, না জে'নে তোমার সহিত যুদ্ধ ক'রেছিল, অপরাধ মার্জ্জনা কর!—(প্রতাপের হস্ত ধরিয়া) এস প্রতাপ! কুমারের সহিত বন্ধুত্ব কর,—কুমার তোমার বৃদ্ধ পিতার মুক্তিদাতা।

প্রতা। (সবিস্ময়ে) একি! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি!

মেদি। স্বপ্ন নয়; প্রতাপ! আমি যা বলি শুন,—কুমারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।

কুমা। আজ্ঞে না, আমার নিকট আর ক্ষমা প্রার্থনা ক'ত্তে হ'বে না, আমি বরং আপনার কাছে এই ক্ষমা প্রার্থনা ক'চ্চি।—পূর্ব্বে যে আমি আপনার প্রতাপকে যুদ্ধে আহত ক'রেছিলেম, তা আপনি বিস্মৃত হবেন। আর আমার পিতৃব্য আপনার সহিত যে সকল ঘৃণিত ও নীচ ব্যবহার ক'রেছিলেন, সে সকলও ভুলিয়া যা'ন।

মেদি। বৎস! সে কথার আর প্রয়োজন কি?—যা হ'বা'র তা হ'য়েছে। এখন দুই জনে পূর্ব্বভাব ত্যাগ ক'রে পরস্পর মিত্র-সম্বোধন কর।

কুমা। প্রতাপ! যদিও আমরা পরস্পরে গত যুদ্ধে শত্রুভাবে অস্ত্রচালনা ক'রেছি, এস এক্ষণে তোমার পিতার আদেশে আমরা উভয়ে বন্ধুত্ব করি।

প্রতা। পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য (উভয়ে আলিঙ্গন।)

মেদি। (মুখচুম্বন করিয়া) বৎস প্রতাপ! আর যে আমি তোমার মুখচন্দ্রমার দর্শন পাব, এমন আশা ছিল না। কিন্তু এক্ষণে ভগবানের কৃপায় পুনর্ব্বার তোমাকে দেখে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হ'লাম, তা ব'লে ব্যক্ত করা যায় না।

প্রতা। আমার পরম সৌভাগ্য যে পুনর্ব্বার আপনার শ্রীচরণ দর্শন পে'লাম। (প্রণাম।)

মেদি। প্রতাপ! আমি ভে'বেছিলাম, যে তুমি মারবার যুদ্ধে কুমারের হস্তে হত হ'য়েছ। কিন্তু কি কৌশলে প্রাণ ল'য়ে ফিরে এসেছ, তা ব'লে তোমার বৃদ্ধ পিতার তাপিত হৃদয় শীতল কর।

প্রতা। পিতঃ! কিয়ৎকাল যুদ্ধ হ'লে অবশেষে কুমারের তরবারের আঘাতে আমি অজ্ঞান হ'য়ে ভূতলশায়ী হই। বোধ হয়, সকলেই আমার প্রাণ বিয়োগ হ'য়েছে বিবেচনা ক'রে, আমাকে ফে'লে চ'লে গেল। ক্ষণকাল পরে আমার সংজ্ঞালাভ হ'লে লুক্কায়িত হ'য়ে রণস্থল হ'তে পলায়ন করি। তদবধি এই ছদ্মবেশে কালযাপন ক'র্‌চি।

(মেদিনী রায়ের ক্রন্দন।)

কুমা। আর রোদনে ফল কি? "গতস্য শোচনা নাস্তি।"

মেদি। চল বৎস! আর বিলম্বে কাজ নাই।—এস কুমার! তোমাকে আমার স্নেহময়ী অরুন্ধতীকে সমর্পণ করিগে।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অরুন্ধতীর শয়নাগার।

> " How calm, how beautiful comes on
> The stilly hour, when storms are gone."
>
> *Moore.*

(অরুন্ধতী আসীনা।)

অরু। (স্বগত) দুরাত্মা আমাকে যেমন কষ্ট দিত, বিধাতা তা'র তেমনি ক'রেছেন। অপঘাত মৃত্যু, মহাপাপ ব্য-তীত কখনই হয় না!—দুরাচার আমার উপর যে সকল অত্যাচার ক'ত্ত, যে সকল কুকথা ব'লত. উঃ! সে সকল মনে হ'লে, এখনো গায়ে যেন কাঁটা দেয়! (শীহরণ।)

বাস। সখি! তোমার এক সুসম্বাদ এ'নেছি! (অরুন্ধতীর গণ্ড ধরিয়া)

জংলা খাম্বাজ। ঠুংরি।

প্রিয়সখি বুঝি বিধি সানুকূল।
আজি ফুটাইল তব পরিণয়-ফুল।
হায় এত দিন পরে,
পাবে মনোমত বরে,
দিবানিশি যা'র ভাবে হইতে আকুল।

অক। সখি! এখন কি তোমার ব্যঙ্গ কর্‌বার সময়?

বাস। ব্যঙ্গ কি সখি?—সত্যি বল্‌চি, আমাদের মহারাজ, কুমার সিংহের সহিত তোমার বিবাহ দিতে আ'স্‌চেন।

অক। (সবিস্ময়ে) বল কি সখি?—আমার কি এতই অদৃষ্টের বল? –

ঝিঁঝিট। আড়খেমটা।

বিধাতা কি করিবে এমন,
মোর কপালে লিখন;
নাথের সহিত হ'বে পুন দরশন।
যাঁর দরশন বিনে,
ঝরে আঁখি নিশি দিনে,
দুখিনী কি পা'বে পুন হারান রতন।

বাস। সখি! আর এক সুসংবাদ শু'নেছ!—আমাদের যুবরাজ বেঁচে আছেন।

অক। (সবিস্ময়ে) সে কি সখি! তিনিত যুদ্ধে মারা প'ড়েছেন।

বাস। বালাই, মারা পড়্‌বেন কেন?—কুমার সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে ক'র্‌তে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েন; তা'র পর জ্ঞান হ'লে কোথায় লুকিয়ে পা'লিয়ে যান, কেউই জানৃত না!—আজ এসেছেন, শুন্‌চি না কি, মহারাজ, ইন্দু-প্রভার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেবেন।

অরু। সখি! তোমার কথা শুনে, আমার হৃদয় যে কি পর্য্যন্ত প্রফুল্ল হ'চ্চে, তা আর কি বল্‌ব।—

ভৈরবী। ঠুংরি।

বল গো ও সখি, আবার বল।
এত দিন যাঁ'র তরে,
ভাবনা ছিল অন্তরে,
বল গো শুনি তাঁ'র কুশল।

(ইন্দুপ্রভা ও সখীদ্বয়ের প্রবেশ।)

বাস। এস প্রিয় সখি! আজ আমাদের বড আহ্লাদের দিন,—তোমাদের বিয়ে হ'বে, আর "সব সখী মিলি মোরা মঙ্গল গাইব!"

সীম। মনোমত পতি ল'য়ে মনোসুখে হাস লো!

চিত্র। সুখের সাগরে পড়ি প্রেমানন্দে ভাস লো!

(ইন্দুপ্রভা লজ্জাবনত মুখে দণ্ডায়মানা।)

সখীত্রয়ে। সাহানা। ঠুংরি।

এত দিন পরে সব দুখ ঘুচিল।
গগন মাঝারে পুন শশী হাসিল।
উড়িল ঘনরাশি, অনম্বর সুনীল।
তারকা রাজি, আবার নাচিল।

(মেদিনী রায়, কুমার সিংহ, ও প্রতাপ রায়ের প্রবেশ।)

(অরুন্ধতীর প্রণাম।)

মেদি। অরুন্ধতি! পূর্ব্বদুঃখ সমস্ত বিস্মৃত হও। আজ আমি,

তোমার বৃদ্ধ পিতার দুঃখহারী কুমার সিংহের হস্তে তোমাকে সমর্পণ ক'ল্লেম। (তথাকরণ ও কুমারের প্রতি) কুমার! আমি তোমাকে যোগ্য পাত্র দে'খে, তোমার হস্তে, আমার প্রাণতুল্য,—স্নেহের লতা অরুন্ধতীকে সমর্পণ ক'ল্লেম। বৎস! আজ অবধি তুমি এর রক্ষণাবেক্ষণ ক'র্বে,—এ তোমারই!———

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি।)

(দম্পতীর প্রণাম।)

ভগবান তোমাদের সুখে রাখুন!

কুমা। পিতঃ! আপনি যদি অনুমতি দেন, তা হ'লে আমি ইন্দুপ্রভাকে প্রতাপের হস্তে অর্পণ করি।

মেদি। বৎস! তা'র আর অনুমতি কি?—সচ্ছন্দে!

কুমা। যে আজ্ঞে!—ইন্দুপ্রভা, প্রতাপই তোমার উপযুক্ত পাত্র,—অতএব আমি প্রতাপের হস্তেই তোমাকে অর্পণ ক'ল্লেম। সখে! আমার ভগিনীর পাণিগ্রহণ কর। (তথাকরণ।)

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি।)

(দম্পতীর মেদিনী রায়কে প্রণাম।)

মেদি। প্রতাপ, দীর্ঘজীবী হও।—আমি তোমাকে আজ হ'তে মারবার রাজ্যের অধীশ্বর ক'ল্লেম, মা ইন্দুপ্রভা! তুমি আজ অবধি আমাদের কুললক্ষ্মী হ'লে,—আশীর্ব্বাদ করি, পুত্রবতী হও!—আমি এক্ষণ, যে বেশে আছি, এই বেশেই বারাণসীতে বাস করি গে।

(সকলের প্রণাম।)

পরমেশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। (প্রস্থান।

সখীত্রয়। (দম্পতীদ্বয়কে বেষ্টন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। খেম্‌টা।

কি শোভা যুগল রূপ, শোভিল এ শুভদিনে।
যুড়ায় নয়ন হেরি, দম্পতী-যুগ মিলনে।
দূরে গেল দুখ-ঘন,
বহিল সুখ-পবন,
রবি, শশী, একেবারে, উদয় হ'ল গগনে।
অমল সরসী-জলে,
ভাসে, হাসি হেলে দুলে,
কমলিনী, কুমুদিনী, বিকসিত একি ক্ষণে!

যবনিকা পতন।

অশুদ্ধি-শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৩	মাধবাঃ	মাধবঃ
৭	৩	সখী	সখী
ঐ	৬	কাঁদাতেই	কাঁ'দ্তেই
১৪	২০	মারবার	আজমীঢ়
২৩	১	ভবিয়ে	ভাবিয়ে

৪২ পৃষ্ঠার ১১ পংক্তির পর (বাসন্তীর প্রবেশ।)

এই পদ হইবেক।